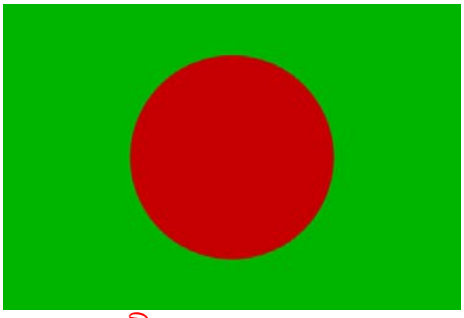

স্বাধীনতার ৩৩ বছর:

কেমন আছে বাংলাদেশ ?

(উৎসর্গ- প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ কে)

-জাহেদ আহমদ
jahed73@aol.com

www.mukto-mona.com

১৯৭১ থেকে ২০০৪। মাঝখানে কেটে গেছে তেত্রিশটি বছর। যে অংগীকার ও স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, তাতে প্রাপ্তি আর প্রত্যাশার হিসাব কতখানি মিলেছে? কেউ একাত্তরে স্বপ্নে ও ভাবেনি, দেশ এমন পর্যায়ে একদিন চলে যাবে যে- ২০০৩-২০০৪ সালে পৌঁছে আমাদের দেখতে হবে- একাত্তরের সর্বমহলে চেনা ঘাতকেরা লাল-সবুজ পতাকা আর সরকারী পুলিশ প্রটেকশন নিয়ে নিয়ে দেশময় ছুটাছুটি করছে; সভা-সমতিতে *'মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়'* সম্বোধনের অধিকারী হয়েছে। *কার পাপে এমনটি হলো যে- এক সময়ের ফুটপাতের সুরেলা কণ্ঠের ঔষধ বিক্রেতাটি ২০০৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংসদ সদস্য হিসেবে দেশের বরণ্যে অধ্যাপকের নাম ধরে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করে, আর পাকিস্তানের মত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ও কুখ্যাত ও বিশ্বের সকল মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক ধিকৃত ব্লাসফেমি আইন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপনের দুঃসাহস দেখায়? ইচ্ছে করে, প্রশ্ন করি (অবশ্যই কেবল নিজের কাছে- লেখক)- দেশটা কি ওর বাপ-দাদা লড়াই করে স্বাধীন করেছিল?* আমাদের সরকার দলীয়

মুক্তিযোদ্ধারা একাত্তরে সিংহের ভূমিকা পালন করলে ও আজ এঁদের শৃগাল বললে সম্ভবত শৃগাল বেচারা নিজেরা ও লজ্জা পাবে।

এই পর্যন্ত বললে কথা অসমাপ্ত থেকে যাবে। মনে রাখা উচিৎ- রাজাকারদের ঘৃণা আমাদের করতেই হবে, তবে একই সাথে লুটেরা রাজনীতিক, দুর্নীতিবাজ আমলা, ঋণখেলাপী শিল্পপতিদের ছেড়ে কথা বলা মানে- স্বাধীনতার মুল্যবোধের জন্য মেকি কান্না দেখানো। অনেকেরই প্রশ্নঃ একাত্তর ফিরে এসেছে কি-না? বিশেষভাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক-লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর বর্বোরচিত হামলা; সাংবাদিকদের উপর রাজনৈতিক মাস্তানদের নিত্য-নৈমত্তিক আক্রমণ, সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাহারে নির্যাতন, দেশে খুন-ধর্ষন প্রভৃতি ঘটনার উদ্বেগজনক বৃদ্ধিতে আমাদের অনেকেই প্রাণপ্রিয় স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে ও তাঁদের প্রিয় মাতৃভূমির ভবিষ্যত নিয়ে আজ চরমভাবে হতাশা বোধ করছেন। তবে সম্ভবত সকলে নয়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে পঁচন ধরা সেই সব দেশীয় রাজনীতিকরা বিদেশে এলে তাদের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেয়ার মত লোকের ও একেবারে কমতি নেই; যেমন কমতি নেই এই আমেরিকাতে ও সাঈদীর রাজনৈতিক উত্তেজনা-পূর্ণ ও স্থুলরুচির ওয়াজের ভিডিও/অডিও কেসেটের চাহিদার। তবে স্বাধীনতার মূল্যবোধ নিয়ে আমাদের অংগীকার যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে রাজাকারদের বাইরে যে সমস্ত গণশত্রু রয়েছে, একই সাথে তাদেরকে ও জন সম্মুখে চিহ্নিত করতে হবে। প্রশ্ন করুনঃ *কেন আজ ন্যাম ফ্লাটের বরাদ্দ নিয়ে এমপিদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি হয়? জনগণ তাঁদেরকে সংসদে কেন পাঠিয়েছে? বাড়ি-গাড়ি-লেক্সাস জীপ-ফ্ল্যাট এ সবের বরাদ্দ নিজেদের জন্য নিশ্চিত করতে , নাকি- নিজ নিজ এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরতে?*

কথা আর বাড়াচ্ছি না। নীচে তুলে ধরছি ইদানিং কালের বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক/সাপ্তাহিকগুলো থেকে নেয়া কয়েকটি পেপার কাটিং ও কোটেশন। কোটেশনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আমি সাহায্য নিয়েছি *সাপ্তাহিক যায়যায়দিন* পত্রিকার ২০০৩ সালের সর্বশেষ এবং ২০০৪ এর সর্বপ্রথম সংখ্যা দু'টির। অনেকগুলি ক্যাপশান আমার নিজের পছন্দ থেকে বেছে নেয়া। এর বাইরে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক সাপ্তাহিক ঠিকানা/পরিচয় থেকে ও কয়েকটি কাটিং নেয়া হয়েছে , যদি ও অনেকে ঠিকানাকে বিএনপি সমর্থক পত্রিকা বলে মনে করেন।

তা'হলে আসুন দেখা যাক - ইদানীং কেমন আছে, আমাদের সাধের মাতৃভূমি ঃ

এক: *আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান!*

(ক)

গোলাম আযমের মন্তব্য
আগামীতে ছাত্র শিবির
বাংলাদেশও দখল করবে

ঢাকা : জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় আশীর্বাদ ব্যক্ত করেন যে, ছাত্র শিবির পাকিস্তান দখল করে ফেলেছে। আগামীতে তারা বাংলাদেশও দখল করে ফেলবে। সম্প্রতি পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়েই তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় যোগ দিতে তিনি পাকিস্তান যান। শিবিরের সভায় তিনি পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন, সেখানকার জামায়াতে ইসলাম সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে, যা এদেশে আমি গত ২০ বছরেও পারিনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এ কারণে তারা মৃত নেতার ছবি নিয়ে নির্বাচন করে। তিনি বলেন, জোট সরকার আরও তিন বছর ক্ষমতায় আছে। এই তিন বছর শক্তি অর্জন করতে পারলে আগামী নির্বাচনের চেহারা পাল্টে দেয়া সম্ভব। ছাত্র শিবিরের নেতা তৈরির কারখানা উল্লেখ করে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, ছাত্র শিবিরের সাবেক ও বর্তমান নেতা-কর্মীরা সবাই সক্রিয় হয়ে গেলে কিছুদিনের মধ্যেই টের পাওয়া যাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি।

(খ) *হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি আর গাড়ি-বাড়ি বানানোর জন্য জামায়াত ক্ষমতার অংশীদার হয়নি, মূল লক্ষ্য ইসলামী বিপ্লব। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশে শরিয়া আইন বলবৎ করবে।*

-কৃষিমন্ত্রী ও জামায়াত আমির মাওলানা নিজামী (২০০৩)

(সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১সে ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০০৩)

(গ)*দেশে ব্লাসফেমি আইন থাকলে ধর্ম ও নৈতিকতার দুশমনরা কোন ধর্মের বিরুদ্ধে এ ধরনের বলার বা লেখার সাহস পেত না.....উপন্যাসটি লেখার মাধ্যমে হুমায়ুন আজাদ ইসলাম, কুরান, সুন্নাহ এবং এর অনুসারীদের জঘন্যভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলাম এবং গোটা মুসলিম উম্মাহকে আঘাত করেছে, যা অমার্জনীয় অপরাধ।*

–জামায়াত এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাইদী *(জাতীয় সংসদে)*

দেশে একটি 'ব্লাসফেমি' আইন করার প্রস্তাব করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী। লেখক হুমায়ুন আজাদ 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' নামের উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে আঘাত করেছেন বলে ও তিনি অভিযোগ করেন.....উল্লেখ্য, ধর্ম অবমাননার জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিধান সংবলিত একটি বিল উত্থাপনের বিষয় গত বৃহস্পতিবার সংসদের দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিলটির প্রস্তাবক বিএনপির সাংসদ আবদুল মান্নান সংসদে উপস্থিত না থাকায় বিলটি উত্থাপিত হয়নি।

-দৈনিক প্রথম আলো
২৬শে জানুয়ারী ২০০৪

(ঘ) ইসলামের ওপর আঘাত মোকাবেলা ও প্রতিপক্ষের রাজনীতি মোকাবেলার জন্য যে জ্ঞান দরকার তা মাওলানা সাঈদির আছে।

-সিলেটে এক ওয়াজ মাহফিলে জামাত এমপি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উচ্ছসিত প্রশংসা করে অর্থমন্ত্রী বিএনপি নেতা সাইফুর রহমান

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

(ঙ)একাত্তরে তৎকালীন রাষ্ট্রের অখন্ডতা চেয়ে জামায়াত কোন অপরাধ করেনি ..... প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধারা কোন বিষয় নয়। এ দেশের ধারা একটাই সেটা হলো ইসলামি জাতীয়তাবাদ। যখন দেখি ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির বিভিন্ন স্থানে ঝগড়া করে তখন খারাপ লাগে .....আমরা তো ছাত্রশিবিরের মতো সুশৃঙ্খল ছাত্র সংগঠন করতে পারিনি।

-৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের এক সম্মেলনে বিশেষ অতিথির ভাষণে যোগাযোগ মন্ত্রী বিএনপি নেতা ব্যা, হুদা

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৬ জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যা

(উপরোক্ত উক্তির প্রতিক্রিয়ায়)

যোগাযোগমন্ত্রী ব্যরিষ্টার নাজমুল হুদার এ ধরনের বক্তব্যে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি শহীদ জিয়াউর রহমান একাত্তরে পাকিস্তানের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অপরাধ করেছেন? মন্ত্রী আরো বলেন, ইসলামী জাতীয়তাবাদই একমাত্র শক্তি। এই বিশ্লেষণের বিপরীতে প্রশ্ন ওঠে, শহীদ জিয়াউর রহমানের ঘোষিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন কি ভুল অথবা চূড়ান্ত নয়?

-বিএনপি এমপি মাহী বি চৌধুরী

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৬ জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যা

(চ) মহিলাদের বেপর্দা করা হচ্ছে, এটা বন্ধ করুন।

-ঢাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুরুষ পুলিশের পাশাপাশি মহিলা পুলিশ মোতায়েনের বিরোধিতা করে ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা আল্লামা আজিজুল হক

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

(ছ) হলুদ শাড়ি পরে অবিবাহিত নারীদের রাতের আধারে রাজপথে হাটা, খালি পায়ে রাতে শহীদ মিনারে গিয়ে 'আমরি বাংলা ভাষা'র গান গাওয়া নাকি আমাদের সংস্কৃতি। এসব মহিলাদের নাভির নিচে

শাড়ি না পরলে সংস্কৃতি বের হয় না। শাড়ি-ব্লাউজ কম না পরলে নাকি সংস্কৃতি বের হয় না।

-প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের *(সা,কা)* চৌধুরী , এমপি

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

দুইঃ *ভোট দিলে পাল্লায়, খুশী হবে আল্লায় !* (নির্বাচনী প্রচারের সময় জামায়াতের দেয়াল লিখন)

জামাতের মন্ত্রী মুজাহিদী'র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সমাজকল্যাণমন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের নানা কাজে বিস্তর অনিয়ম এবং দুর্নীতির সুস্পষ্ট অভিযোগ তুলেছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। দুস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, পতিতা পুনর্বাসন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, সরকারি শিশু পরিবার নির্মাণ, এসিডদগ্ধ, প্রাকৃতিক ক্ষতিগ্রস্ত ও দুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন এতিমখানা, শিশু পরিবার, ঋণ কার্যক্রমসহ নানা কাজে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির ঘটনায় কমিটির সভায় ব্যাপক হইচই করা হয়। এ সময় দুর্নীতি এবং অনিয়মের ঘটনায় কমিটির বিভিন্ন সদস্য সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভায় মুজাহিদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের গাড়ি অবৈধভাবে ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভায় সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলা ভাতা ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ১৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। এদিকে নারায়ণগঞ্জ পতিতা উচ্ছেদ পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সাইকেল ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তে গঠিত সাব কমিটি তদন্ত কাজে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অসহযোগিতার অভিযোগ এনে বলেছে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তারা পাননি। সভায় বলা হয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৪টি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দপ্তরে ১টি মাইক্রোবাস নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বাকী অংশ ৭৪ পাতায়

তিনঃ *ভারতীয় ষড়যন্ত্র?*

ইনকিলাবের মালিক মাওলানা মান্নানের চাঁদাবাজির নিন্দা

ঢাকা, ৫ মার্চ : ইনকিলাবের মালিক মাওলানা মান্নানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম, চাঁদাবাজি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে কয়েকটি ইসলামী সংগঠন তারা চাঁদাবাজির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে ইনকিলাবের মাওলানা জমিয়তকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় ওলাম-মাশায়েখ ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবদুল আজিজ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কিজানুর রহমান তৌহিদুল এক বিবৃতিতে মাওলানা মান্নানের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ইসলামী জনতাকে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

তারা বলছেন, মান্নান ইসলামের নামে চাঁদাবাজি করে আসছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে তারা বিবৃতিতে আরও বলেন, মাওলানা মান্নান ইনকিলাবের মালিকানা জমিয়তুল মোদাররেসিনের হাতে থাকার কথা বলে কোটি টাকা টাকা চাঁদা তোলে। কিন্তু তারা নিজ পরিবারের নামে ইনকিলাবের মালিকানা নিয়ে নেয়। বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়, এখন আবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চাঁদা চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। যা ধর্মের নামে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার আরেকটি ফাঁদ।

বাংলাদেশ ওলামা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মাওলানা মতিউর রহমান বরধুলি এবং সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা জাকির হোসাইন হেলালী এক যুক্ত বিবৃতিতে মাওলানা মান্নানের চাঁদাবাজির নিন্দা জানিয়ে এর বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচির হুমকি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯৮৪ সালে মাওলানা মান্নান ইবতেদায়ি, সিনিয়র ও কামিল মাদ্রাসা থেকে ইনকিলাবের বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা হিসেবে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এটা ছিল ইসলামের নামে ধোঁকা ও প্রতারণা।

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা এম এ মতিন বলেছেন, বাংলাদেশ ৮৭ ভাগ সুন্নি মুসলমানের দেশ হলেও মাওলানা মান্নানের ইনকিলাব শুরু থেকেই অবস্থান নেয় সুন্নি মাজহাব ও আকিদার বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ইনকিলাব প্রতিষ্ঠায় কাওমি ও খারেজি মাদ্রাসা বাদ দিয়ে দেশের সব সুন্নি ও আলিয়া মাদ্রাসাসহ সরকারি মাদ্রাসা থেকে এক বছরের গ্রাহক চাঁদার নামে কোটি কোটি টাকা আদায় করেছে। জমিয়াতুল মোদারেছিনের মালিকানায় পত্রিকা হবে বলে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তারা সেটি তাদের পারিবারিক মালিকানায় কুক্ষিগত করেছে। তিনি অবিলম্বে এ ব্যাপারে তদন্ত দাবি করেন।

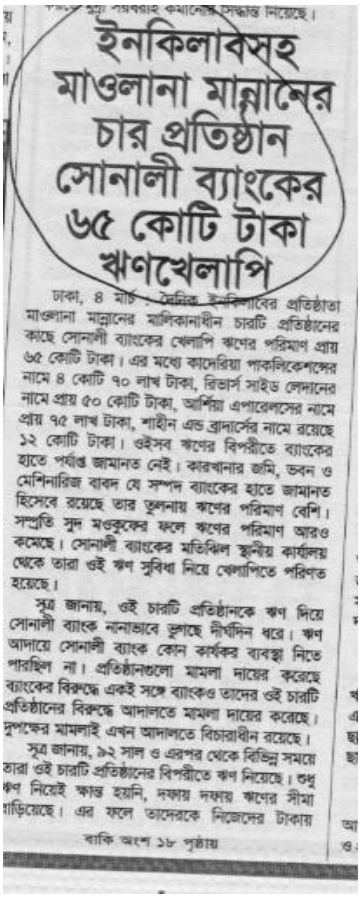

ইনকিলাবসহ মাওলানা মান্নানের চার প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংকের ৬৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপি

ঢাকা, ৪ মার্চ : দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মান্নানের মালিকানাধীন চারটি প্রতিষ্ঠানের কাছে সোনালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে কাদেরিয়া পাবলিকেশন্সের নামে ৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা, রিভার্স সাইড লেদারের নামে প্রায় ৫০ কোটি টাকা, আর্শিয়া এপারেলসের নামে প্রায় ৭৫ লাখ টাকা, শাহীন এন্ড ব্রাদার্সের নামে রয়েছে ১২ কোটি টাকা। ওইসব ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের হাতে পর্যাপ্ত জামানত নেই। কারখানার জমি, ভবন ও মেশিনারিজ বাবদ যে সম্পদ ব্যাংকের হাতে জামানত হিসেবে রয়েছে তার তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশি। সম্প্রতি সুদ মওকুফের ফলে ঋণের পরিমাণ আরও কমেছে। সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল স্থানীয় কার্যালয় থেকে তারা ওই ঋণ সুবিধা নিয়ে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে।

সূত্র জানায়, ওই চারটি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে সোনালী ব্যাংক নানাভাবে ভুগছে দীর্ঘদিন ধরে। ঋণ আদায়ে সোনালী ব্যাংক কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছিল না। প্রতিষ্ঠানগুলো মামলা দায়ের করেছে ব্যাংকের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে ব্যাংকও তাদের ওই চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। দুপক্ষের মামলাই এখন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

সূত্র জানায়, ৯২ সাল ও এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে তারা ওই চারটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ নিয়েছে। শুধু ঋণ নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দফায় দফায় ঋণের সীমা বাড়িয়েছে। এর ফলে তাদেরকে নিজেদের টাকায়

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

চারঃ 'হাওয়া' থেকে পাওয়া ?

পাঁচঃ (মাহী বি চৌধুরী এমপির সৎ সাহস প্রসংগে)

চির উন্নত বিদ্রোহী শির লুটাবো না কারো পায়ে-
জীবনের শেষ শোনিত বিন্দু
দিয়ে যাব দেশ ভাইয়ে।
তোমারেই শুধু করিব প্রনাম অন্তরতম প্রভু-
রহিবে বিবেক সে শুধু আমার বিকাবো না তারে কভু।

-সুইস বিদ্রোহী কবি উলিয়াম টেলস
অনুবাদঃ নারায়ণ স্যানাল

Bangla Weekly Porichoy, New York, Wednesday, March 10, 2004

'দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতার দায়ভার নিতে রাজি নই'
- বিএনপির সাংসদ মাহী বি. চৌধুরী

ঢাকা, ৫ মার্চ : বিএনপির তরুণ সাংসদ মাহী বি. চৌধুরী দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে 'সরকারের ব্যর্থতার দায়ভার' নিতে রাজি নন। এই প্রতিনিধিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই অভিমত প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'সরকারের এই ব্যর্থতার দিকগুলো যতদূর সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি দলের ভেতরে।' তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন, চৌধুরী পদত্যাগ এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে অপসারণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে মাহী চৌধুরী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন বাবার ছেড়ে দেওয়া মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে। বি. চৌধুরী এখন বিএনপিতে নেই কিন্তু মাহী দলে থেকেই পিতার সাম্প্রতিক বিকল্প ধারার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। কয়েক দিন আগে তিনি যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে রাজাকারদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার অভিযোগ তুলে তার বিচার দাবি করেছিলেন। গত সপ্তাহ সন্ত্রাসী হামলায় লেখক-অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ আহত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলনে সংহতি জানাতে ক্যাম্পাসে গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রদবদলের দাবি জানিয়ে তিনি আবারও গণমাধ্যমের দৃষ্টি কাড়েন।

মাহী চৌধুরী

এই পটভূমিতে এই প্রতিনিধির পক্ষ থেকে তার সঙ্গে কথা বললে তিনি তার মত প্রকাশ করে বলেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে অপসারণ করা হলে মন্ত্রী ভালোভাবেই মন্ত্রণালয় চালাতে পারতেন বলে তিনি মনে করেন। আর এই জাতি কোনো অসহায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখতে চায় না। সেজন্যই একজনের পদত্যাগ আর একজনের অপসারণ দাবি করেছি।'

মাহীর মতে, ভালো অফিসার না হলে আলতাফ হোসেন চৌধুরী নিশ্চয়ই বিমান বাহিনী প্রধান হতে পারতেন না। রাজনীতিবিদ হওয়ার গুণাবলি ও তার আছে। তবে এ কথা সত্য যে, তিনি গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না। সরকারের বাইরের সবাই এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করছেন- এ প্রসঙ্গে মাহী বলেন, 'অব্যাহত সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির কারণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে। সব মহল থেকে দাবি ওঠায় আমিও মনে করি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। আর সেটা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তার ব্যর্থতার জন্য নয়, মন্ত্রী হিসেবে তার অসহায়ত্বের জন্য।'

মাহী আরো বলেন, 'আলতাফ চৌধুরীকে আমি চাচা বলে ডাকি, উনিও আমাকে ভাতিজা হিসেবেই স্নেহ করেন। সেই দাবি নিয়েই তার কাছে আজ হাতজোড় করে আমার অনুরোধ, মন্ত্রিত্ব বড় নয়, মান-সম্মান অনেক বড়। তাই মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতির সঠিক কারণগুলো তুলে ধরলে জাতি খুশি হবে।

সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয়টিকে মাহী বিশেষ গুরুত্ব দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অসহায়ত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রটোকলে ওপরে থাককালে সরকারি দলের এমপি হিসেবে আমি বলতে পারি যে, প্রতিমন্ত্রীই মূলত ক্ষমতার বলয়ের ভেতরে আছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রীর মতামত ছাড়া গৃহীত হলেও প্রতিমন্ত্রীর মতামত ছাড়া সম্ভবত কিছুই হয় না।'

তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির দায়ভারের শতকরা ৮০ ভাগ আমি প্রতিমন্ত্রীকেই দেব, কারণ তিনি মূল ক্ষমতা ব্যবহার করেন। আমি বিশ্বাস করি তাকে অপসারণ করা হলে মন্ত্রী ভালোভাবেই মন্ত্রণালয় চালাতে পারতেন। সেজন্যই আমি প্রতিমন্ত্রীর অপসারণ দাবি করছি।'

সংসদে বা দলীয় ফোরামে এই দাবি না করে কেন রাজপথে দাবি জানাচ্ছেন? এ প্রশ্নের জবাবে মাহী জানান, সংসদ বা দলের ভেতরে কথা বলার সুযোগ তিনি অনেক আগেই হারিয়েছেন। সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরায় তা দলের মধ্যে অপ্রিয় হয়েছে। তিনি বলেন 'সেজন্য বাধ্য হয়েছি বিবেকের তাড়নায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে। আর ড. হুমায়ুন আজাদ আমার নির্বাচনী এলাকার কৃতী সন্তান, সেজন্য আমার একটি বাড়তি দায়িত্ব রয়ে গেছে।'

সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এগুলো আলোচনা হয় কিনা জানতে চাইলে মাহী বলেন, বিএনপির দলীয় এমপির সংখ্যা প্রায় দুশ। সরকার গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন কাজের মূল্যায়ন করে ছয় মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভা রদবদল করা হবে। কিন্তু সন্ত্রাস দমনে এত ব্যর্থতার পরও কেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কোন রদবদল হলো না সে প্রশ্ন তারও। অথচ মন্ত্রিসভায় এক দফা ছোট রদবদল রয়েছে।

তার এভাবে দাবি করা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে কি না, জিজ্ঞেস করলে মাহী বলেন, দলের মঙ্গলের জন্যই তিনি ব্যক্তির ব্যর্থতা আলোচনায় আনেন, সেটা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ হবে কেন? তিনি বলেন, এর আগে যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষে সাফাই গেয়ে নাজমুল হুদা শহীদ জিয়ার আদর্শকেই কলঙ্কিত করেছেন। তাই দলে তার বিচার হওয়া উচিত। আজও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তন তিনি চান দলের কল্যাণের জন্যই। তিনি বলেন, 'আশা করি দল একদিন সে কথা বুঝতে পারবে।'

'আপনার বক্তব্য কি সরকারকে বিব্রত করছে না?' এই প্রশ্নের জবাবে মাহী বি. চৌধুরী বলেন, সরকারকে তো বিব্রত হতে দেখছি না। অবশ্য এমন অনেকেই আছেন যারা কোনো কিছুতেই বিব্রত হন না। আমি বিশ্বাস করি বিএনপির অধিকাংশ এমপিই আমার মতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। অবশ্য অনেকেই আমার মতামত প্রকাশের ধরনটা পছন্দ করেন না। আমি মনে করি, তরুণ প্রজন্ম শুধু দলের জন্য রাজনীতি করা পছন্দ করে না। তারা চায় রাজনীতিবিদরা দেশের জন্যই রাজনীতি করবেন।'

'আপনি কি সংসদ সদস্য পদ ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন?' - এ প্রশ্নে মাহীর জবাব, 'একজন এমপি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। জনগণের বিপরীতে অবস্থান নেওয়া একজন এমপির পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের দলমত নির্বিশেষে সমগ্র জনগণের দাবি যেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী পদে পরিবর্তন, সেখানে আমি জনমতের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছি মাত্র।

সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরীর বিকল্প ধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন কি না জানতে চাইলে মাহী চৌধুরী বলেন, বিকল্প ধারা কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বিকল্প ধারা একটি দর্শন। যেকোনো দায়িত্বশীল বিবেকবান দেশপ্রেমিক নাগরিক বর্তমান অসুস্থ রাজনীতি থেকে মুক্তি চান। তিনি মনে করেন, সব রাজনৈতিক দলেরই দর্শন হিসেবে বিকল্প ধারার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

'বিকল্প ধারার উদ্যোক্তা সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরী সরকারকে তার প্রধান প্রতিপক্ষ বলেছেন, আপনার প্রতিক্রিয়া কী?'- প্রশ্ন করলে মাহী চৌধুরী বলেন, 'সরকার সাবেক রাষ্ট্রপতির প্রতিপক্ষ হয়েছে সরকারের ব্যর্থতার কারণে। এগুলো আমি দলের ভেতরে আগেই বলেছি। কারণ দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতার দায়ভার আমি নিতে রাজি নই। আমি আমার ব্যাপারে বললাম। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, বিএনপির অধিকাংশ এমপি দেশপ্রেমিক ও বিবেকবান। সুতরাং তারা সঠিকটাই বলবেন।

ছয়ঃ কে কি বলেন ঃ

... থাকতে হয়েছে। -অধুনা বইমেলা চলাকালে এক সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন আজাদ

বাংলাদেশের প্রার্থী বিতর্কিত তাই মালয়শিয়া সমর্থন দেবে না। ওআইসির মতো সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন কাউকে বসানো ঠিক হবে না যিনি নির্বাচিত হওয়ার আগেই বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন। -ওআইসির মহা সচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সম্পর্কে মালয়শিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ হামিদ আলবার

চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে সমঅধিকারের অবরোধকারীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর ড. কামাল হোসেনের গাড়ি বহরে থাকা চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন ও সন্তু লারমার সশস্ত্র যুবকরা হামলা চালালে স্থানীয় জনতার সঙ্গে অস্ত্রধারী যুবকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে ড. কামাল হোসেনরা চট্টগ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হন। -বিএনপি এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াদুদ ভূইয়া

অবরোধের মধ্যে ড. কামাল হোসেন বিরাট গাড়ি বহর নিয়ে রাঙামাটিতে ঢোকার চেষ্টা করে। তারা অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করলে জনগণ তাতে বাধা দেয়। এ সময় ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে থাকা সশস্ত্র ব্যক্তিরা স্থানীয় জনগণকে ভয় দেখায়। পরে জনগণের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। - স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী

যতোদিন এই ঘটনার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষমা না চাইবেন ততোদিন পর্যন্ত যেখানেই আইনজীবীদের সঙ্গে তার দেখা হবে সেখানেই তার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করবেন। -আইনজীবীদের এক সভায় ব্যারিষ্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ

আমি কখনোই হতাশ হই না। আমি মনে করি, এটাই আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান। নির্বাচনে হারার পরের দিনও আমি কোনো হতাশার কথা বলিনি। দেশের বর্তমান দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মসজিদ, মন্দির, ঘরে ঘরে প্রার্থনা করা হোক। তবে আল্লাহ বলছেন, শুধু দোয়া করলে হবে না, সবাই মিলে সক্রিয়ভাবে, সাহসের সঙ্গে ঝুকি নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। - ড. কামাল হোসেন

একজন সম্মানিত শিক্ষককে ছুরি মারা হয়েছে। হরতাল কর্মসূচি পালন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। আমরা তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। - হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে খালেদা জিয়া

ঘটনাটি ঘটেছে মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে, ভেতর নয়। তাই এর দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় না। তাছাড়া মেলার সময়সীমা রাত আটটা পর্যন্ত, ঘটনাটি ঘটেছে অনেক পরে। বিষয়টি পরিকল্পিত হতেপ ারে আবার ছিনতাইয়ের ঘটনাও হতে পারে। যেহেতু তিনি প্রস্রাব করার জন্য রাস্তার পাশে গিয়েছিলেন, তাই ছিনতাইয়ের ঘটনাটাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। -হুমায়ুন আজাদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমির মহা পরিচালক মনসুর মুসা

এটি কোনো ছিনতাইয়ের ঘটনা নয়। পরিকল্পিতভাবেই এ হামলা চালানো হয়। ঘটনার পর পুলিশ উদ্যানের ভেতর থেকে রক্তমাখা একটি চাপাতি উদ্ধার করেছে। - ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (দক্ষিণ) খান সাঈদ হাসান

উন্নত দেশগুলোতে অনেকের মধ্যে মতবিরোধ থাকে, অনেকের ভাবনার মধ্যেও বিরোধ থাকে, কিন্তু এসব দেশে কাউকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে এমন কোনো নজির নেই। এ ধরনের বর্বরতা কোনো সভ্য সমাজে হতে পারে না। -কবি শামসুর রাহমান

সাত: মহারানী ভিকটোরিয়া বাংলাদেশ সফরে !
প্রজাগন বাইরে এসে কাতারে দাঁড়াও!

তিনি বলেন, চলমান আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার

লালবাগে মাইকে প্রচার, বাসায় বাসায় ফোন প্রধানমন্ত্রীর জনসভা, হরতালের মধ্যেও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের রাস্তায় দাঁড়াতে হবে!

ঢাকা, ৫ মার্চ ঃ এসএসসি পরীক্ষার জন্য এখন অধিকাংশ স্কুল বন্ধ, তদুপরি বিরোধী দল আগামিকাল শনিবার ডেকেছে হরতাল, কিন্তু এদিন লালবাগ, হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গির চর এলাকাল সব সরকারী-বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসা বাধ্যতামূলক বলে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নজিরবিহীনভাবে এলাকায় মাইকে প্রচার করে ও অনেক বাসায় টেলিফোন করে ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে বলা হচ্ছে। ওই দিন লালবাগের বালুর মাঠে বিএনপির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন, তার যাওয়া পথে ছাত্র-ছাত্রীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে স্বাগতম জানাতে হবে।

এই নোটিশে বাজ পড়েছে অভিভাবকদের মাথায়। হরতালের কারণে তারা সন্তানদের পাঠাতে ভীত। কিন্তু গত বৃহস্পতিবারও মাইকে ও ফেব্রুবিশেষ টেলিফোনেও নোটিশ প্রচার করা হয়েছে।

জানা গেছে, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজির করানোর এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন ওই এলাকার সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু। তিনিই এলাকার অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান।

সাংসদ পিন্টুর কাছে জানতে চাইলে তিনি অবশ্য নির্দেশ দেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, যাদের ইচ্ছে তারা আসবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষরা জানান বাধ্যতামূলক নির্দেশ ও তাদের অসহায়ত্বের কথা। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অবশ্য অতি উৎসাহে এই নির্দেশ কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে।

এমনভাবে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, বেলা ১১টার মধ্য স্কুলে না এলে শিক্ষকরা ছাত্র ছাত্রীদের দেখে নেবেন। কেননা ছাত্র-ছাত্রী হাজির করতে ব্যর্থ হলে শিক্ষকদের দেখে নেবেন স্থানীয় সাংসদ। জানা যায়, বলে দেওয়া হয়েছে, অনুপস্থিতির কোনো অহহাত গ্রাহ্য হবে না। প্রতিটি স্কুলকে কতজন ছাত্র-ছাত্রী আনতে হবে তার টার্গেট বেঁধে দিয়ে, কোথায় দাঁড়াতে হবে তার 'রোডম্যাপ' স্কুলে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের শিশু ও উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম-দশমক শ্রেণীর ছাত্রীদের পর্যন্ত আসতে বলা হয়েছে।

স্কুল ছুটির মধ্যে বাসায় কাজ বা পড়া ফেলে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেসত হরতালের মধ্যে ঝুঁকির মুখে ঘন্টার পর ঘন্টা রাজপথে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে হাত নেড়ে সংবর্ধনা জানাতে হবে। এ নিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন আলোচিত এলাকার বিদ্যাপিঠগুলোর শিক্ষক, শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকরা। তাদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে প্রায় সবাই প্রশ্ন করেন, আসলেই কি প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের সংবর্ধনা চান?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আজিমপুর অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজের কয়েকজন শিক্ষক গত বৃহস্পতিবার এই প্রতিনিধিকে বলেন, একজন সরকারপ্রধানকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বাগতক জানাবে-এটি পুরানা রেওয়াজ হিসেবে তারা দেখে আসছেন। কিন্তু এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। ওই দিন এমনিতেই স্কুল বন্ধ। আবার হরতাল। ফলে তারা এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো উপায় নেই। কড়া হুকুম, ছাত্র-ছাত্রীদের হাজির করতে হবে। ফলে শিক্ষকদের বিবেকে বাধলে ও তাদের এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই।

অগ্রণী স্কুলের সপ্তম অষ্টম ও নবম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রী তাদের বাসায় গত বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদককে জানান, শ্রেণী শিক্ষিকা তাদের ক্লাশে নোটিশ উল্লেখ করে এই নির্দেশ দিয়েছেন অনেকটা হুমকির ভঙ্গিতে। ছাত্রীরা না এলে শিক্ষকরা নিজেরাও বিপদে পড়বেন বলে জানিয়েছেন।

ছাত্রীদের কথা, 'আমাদের স্কুলে প্রধানমন্ত্রী এলে একটা কথা ছিল। তিনি রাজনৈতিক জনসভা করবেন অন্য এলাকায়, আর সেখানে আমাদের যেতেই হবে, এটা কেমন কথা? পথে কিছু হলে নিরাপত্তা দেবে কে?

জানতে চাইলে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ বলেন, তাদের ছাত্রী সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের মত। উপস্থিত করানোর টার্গেট ১২শ। তবে কাউকে আসতে বাধ্য করা হচ্ছে না। যাদের বাসা আশপাশে তাদেরকেই আসতে বলা হয়েছে।

আলোচিত তিন থানা এলাকায় প্রায় ২০টি স্কুল। বিশেষ করে লালবাগের অগ্রণী, সালেহা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, রহমতউল্লাহ মডেল স্কুল, নিউ পল্টন লাইন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা রয়েছে প্রচণ্ড চাপের মুখে।

এর মধ্যে আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে কাল প্রধানমন্ত্রী যাবেন। তিনি কলেজ কম্পাউন্ডে 'শহীদ জিয়াউর রহমান মিলনায়তন' উদ্বোধন করবেন। ফলে স্কুল বন্ধ থাকলেও ছাত্রীদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তবে কাউকে স্কুলের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তারা স্কুলের বাইরে রাজপথে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে।

এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাক্ষ হোসনে আরা বেগম বলেন, 'একজন দেশনেত্রী বা সরকারপ্রধান আসবেন, এ কারণেই বন্ধের দিনে স্কুল খোলা রাখা হয়েছে এবং উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এটি কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়।'

প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, লালবাগ এলাকায় হরতাল হবে বলে তিনি মনে করেন না। তবে হরতালের কারণে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তিনি তার দায়িত্ব ও নেবেন না বলে জানান।

ওয়েষ্ট এন্ড হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এমদাদ হোসেন পাটোয়ারী বলেন, এই স্কুলের ব্যয়ে ৯০ শতাংশ দেতন সরকার। সেই সরকারপ্রধা এলাকায় আসছেন। তার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এটুকু ক তো করতেই হবে। এসএসসি পরীক্ষার কারণে ক থাকলেও আগামীকাল স্কুল খোলা রাখা হয়েছে। তা কিছুটা ঝুঁকি রয়েছে এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে তা দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে বলে তিনি জানান

এ স্কুলের দুজন ছাত্র জানায়, তাদের বলা হয়েছে উপস্থিত না হলে টিসি দিয়ে বের করে দেওয়া হবে শিক্ষকরা ওই দিন মাসিক পরীক্ষার ফলাফল দেবেন বলে কৌশল গ্রহণ করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার লালবাগ এলাকার বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বললে তাদের উদ্বেগের কথা জানা যায়। অভিভাবকদের মধ্যে সিদ্দিকুর রহমান, আলিলুজ্জামান খান, কৃষ্ণা প্রমুখ জানান, হরতালের দিনে কেউ কোমলমতি শিশুদের নিয়ে এভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করবে এটা দুঃখজনক। সন্তানদের এভাবে রাজপথে নামিয়ে কেনো বাবা-মা বাসায় শান্তিতে থাকতে পারবেন না। এ ব্যাপারে তারা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি কামনা করেছেন। তারা বলেন, তাদের কাছে মনে হয় না প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের কোনো সংবর্ধনা জান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্কুল শিক্ষক জানান, সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ স্কুলেরই ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান স্থানীয় সাংসদ নাসির উদ্দিন আহমদ পিন্টু। তিনি প্রতিটি স্কুলকে বাধ্যতামূলকভাবে খোলা রাখতে এবং ছাত্র-ছাত্রী হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথা হলে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে হুমকিও দিয়েছেন। ফলে এখন তারা নিরুপায়। তারা বলেন, শিক্ষক পিতৃতুল্য। হরতালের সম্ভাব্য গোলযোগের মধ্যে ঠেলে দিতে হচ্ছে সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের। তারা জানান, সাংসদের নির্দেশ মতো

আট: ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না,
বলা যাবে না কথা!
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার
আজব স্বাধীনতা!
-?

বিএনপি আমলে বারবার আক্রমণের শিকার লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা

ঢাকা, ৫ মার্চ : বাংলাদেশে প্রতিবার বিএনপি সরকারের আমলেই লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে বেশি হয়রানি, আক্রমণ ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সামরিক শাসনামল ছাড়া আর কোনো নির্বাচিত সরকারের আমলে লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক নিপীড়নের এতো বেশি ঘটনা ঘটেনি। এতে করে বারবার আক্রান্ত হয়েছে বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার চর্চা। দেখা গেছে, ঘুরেফিরে বিএনপি আমলে মহীয়সী কবি সুফিয়া কামাল, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, কবি শামসুর রাহমানসহ বিশিষ্ট কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের একটি চিহ্নিত শক্তি বিভিন্ন সময়ে ধর্মবিরোধী বা 'মুরতাদ' আখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পায়। এভাবেই ঘটেছে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনা।

অনুসন্ধানে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর লেখকদের ওপর রাষ্ট্রীয় হয়রানি চরমে পৌঁছে জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে। এখন লেখকের ওপর সরকারি খড়্গের কোপ পড়ে ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের বেসামরিক হয়ে ওঠার প্রদক্ষেপ গণভোট বা হ্যাঁ, না ভোট শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। এ সময় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কবি আহমদ ছফা তার প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র' প্রথম প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনে বইটির প্রকাশনা উৎসব শুরুর মুহূর্তে প্রায় পাঁচ শতাধিক সেনা সদস্য সেখানে হঠাৎ অভিযান চালিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া বইটির দশ কপি ছিনিয়ে নেয়। ওই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ প্রয়াত আতাউর রহমান, প্রয়াত মশিউর রহমান, নির্মল সেন, ভাষা সৈনিক অলি আহাদ প্রমুখ বিশিষ্টজনদের সামনে থেকেই অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করে সেনা সদস্যরা সমস্ত বইয়ের কপি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ওই দিনই বইটি নিষিদ্ধ করা হয়। (সূত্র : বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র, নতুন সংস্করণের কৈফিয়ত, পৃঃ ২১)। এই সামরিক শাসনামলেই কবি নির্মলেন্দু গুণ, কথাশিল্পী শওকত ওসমান নিগৃহীত হন। সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন সাংবাদিক দুলাল।

বিএনপির শাসনামলেই প্রেসক্লাবে নজিরবিহীন পুলিশি হামলার ঘটনা ঘটে, শতাধিক সাংবাদিক আহত হন এ ঘটনায়। এই ঘটনার রেশ ধরেই পরে সাংবাদিক ইউনিয়ন ভেঙে যায়। এই আমলেই গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের নামে দৈনিক বাংলা-বিচিত্রা থেকে প্রগতিশীল সাংবাদিকরা চাকরিচ্যুত হন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শাহরিয়ার কবির।

এই বিএনপি সরকারের আমলেই ১৯৯৪ সালে তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাস নিষিদ্ধ করা হয়।

ঢাকায় সিপিজে প্রতিনিধিদের হুঁশিয়ারি: সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হুমকির বিচার না হলে এসব চলতেই থাকবে

ঢাকা, ৬ মার্চ ঃ বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস' (সিপিজে) বাংলাদেশে যারা সাংবাদিকদের স্তব্ধ করে দিতে চায় তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, যারা সাংবাদিকদের ওপর হামলা করছে, যারা এ হামলার নির্দেশ দিচ্ছে তাদের বিচার না হলে এশিয়ার

বাকি অংশ ৩ পৃষ্ঠায়

নয়ঃ মাস্তানতন্ত্রঃ বি.এনপি স্টাইল?

জানিসনে বিএনপির যুগ?

-নড়াইল জেলা প্রশাসন চত্বরে আওয়ামীলীগ নেতা হাসানুজ্জামান কে মারধর করার সময় নড়াইলের ছাত্রদল নেতা বাবুল

ডিসি-এসপি কে? আমার কথা মন্ত্রীর কথা। আমি যা বলবো ডিসি-এসপি তা মানবে।

-সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক

ক্যাম্পাস কবিতা লেখার স্থান নয়।

-কবিতা লেখার কারণে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির মীর মোশাররফ হোসেন হলের ছাত্র হাসান শাহরিয়ার কে হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে হলটির ছাত্রদল ক্যাডাররা।

যতোদিন পৃথিবী আছে, ততোদিন বিএনপি আছে, থাকবে।

-বিএনপির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

দশঃ *মাছের সেরা ইলিশ, চোরের সেরা পুলিশ!* (ফিলিপস বালবের বিটিভি বিজ্ঞাপণের পরিবর্তিত সংস্করণ)

বাংলাদেশের থানাগুলোতে অর্থ ছাড়া মামলা দায়ের করা যায় না: টিআইবি'র রিপোর্ট

ঢাকা, ০৫ মার্চ : মেট্রোপলিটন থানায় শতকরা ৯১ দশমিক ৫ ভাগ অভিযোগ অর্থের বিনিময়ে দায়ের করতে হয়। এমনিভাবে জেলা পর্যায়ের থানায় শতকরা ৮৫ দশমিক ৭ ভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে শতকরা ৮১ দশমিক ৬ ভাগ অভিযোগ দায়েরকারীকে অর্থের বিনিময়ে দাখিল করতে হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। মেট্রোপলিটন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তিনটি থানার

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

পুলিশ হচ্ছে দেশের বৃহৎ গ্যাংষ্টার। সরকার তাদের শিকারি কুকুরের মতো ব্যবহার করছে। কোথায় আমরা এগিয়ে চলেছি?

-হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের অভিমত (২০০৩)

অপরাধী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ায় অপরাধ বাড়ছে। তাই প্রথমেই শুদ্ধি অভিযান চালাবো নিজ ঘরে। পুলিশ বিভাগের কালো ভেড়াদের চিহ্নিত করে তাদের বিতাড়িত করা হবে।

-দায়িত্ব নেয়ার পর পুলিশের নতুন আইজি শহুদুল হক (এপ্রিল ২০০৩)

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থানার। থানা চালায় ওসি। আর এই ওসি-রা বুড়া, পেট মোটা। তারা দৌড়াতে পারে না, এমনকি ও বন্দুক ও ঠিকমতো ধরতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর এ কর্মকর্তাদের দিয়ে কিছুই হবে না।

-অর্থমন্ত্রী বিএনপি নেতা সাইফুর রহমান

আপনারা সবই বোঝেন। কেন অযথা জিজ্ঞাসা করেন।

-সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে চট্টগ্রামের টপ সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে চট্টগ্রামের সহকারী পুলিশ সুপার আবদুল খালেক

আমাকে যদি কেউ খুন করে ২২ টুকরোও করে ফেলে সে ক্ষেত্রে আমার পরিবারের কেউ মামলা করবে না। পুলিশ অপরাধের লালন করে। এদের কাছ থেকে সঠিক তদন্ত আশা করা যায় না। বরং পুলিশের সাহায্য চাইতে গেলেই বিপদ, উলটো হয়রানি করা হয় বিচার প্রার্থিকে।

-নিজের বাসায় সন্ত্রাসীদের হামলার পর অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

এগারোঃ তোমরা থাকিবে সে'তলা উপরে আমরা থাকিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা ডাকিব, সে ভরসা আজ মিছে!

-নজরুল

মন্ত্রী এমপিদের মধ্যে বনানীর ৫০ প্লট নিয়ে কাড়াকাড়ি

ঢাকা, ৯ মার্চ ঃ বনানীতে রাজউকের পঞ্চাশটি লোভনীয় প্লট নিয়ে গোপনে কাড়াকাড়ি চলছে এখন ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-এমপিদের মধ্যে। প্লটের সংখ্যা মাত্র ৫০ হলেও পাবার জন্য আবেদন করেছেন মোট ৫৩৪ ব্যক্তি। এদের মধ্যে মন্ত্রী-এমপি আছেন ৭২ জন। বাকী অংশ ৫৫ পাতায়

স্থানে ফেলে পালিয়ে যায়।

এমপিদের মধ্যে ১৮৪টি ন্যাম ফ্ল্যাট হস্তান্তর

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সংসদের সংসদ কমিটির আবাসিক সাব কমিটির তৃতীয় বৈঠক গত সোমবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে জানানো হয় যে, ১শ' ৮৪টি ন্যাম ফ্ল্যাট ইতোমধ্যেই সংসদ সচিবালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। ফ্ল্যাটগুলো সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্ব অনুসারে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ করা হবে। এ ব্যাপারে যে সব সংসদ সদস্য আবেদন করেননি তাদের ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। হস্তান্তরিত ফ্ল্যাটসমূহে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আসবাবপত্রও প্রদান করা হবে।

জুলাই ২০০৩ এর মধ্যে এমপিদের নামে ন্যাম ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হবে। ন্যাম ফ্লাটে ওঠার জন্য আসবাবপত্র নিয়ে তৈরী থাকুন।

-সংসদে এমপিদের উদ্দেশে ডেপুটি স্পীকার বিএনপি লিডার আখতার হামিদ সিদ্দিকী (২০০৩)

এখন BNP করণ করলে ও তা আইন মাফিক করবো।

-ন্যাম ফ্ল্যাট বরাদ্দ সম্পর্কে পূর্তমন্ত্রী বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৬ জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যা

বারোঃ সরল স্বীকারোক্তি, নাকি জাতীয় লজ্জা ?

আপনারা কেউ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারেন না?

-সিপিএ সম্মেলনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জাতীয় সংগীত না বাজলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের এমপিদের উদ্দেশে

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

(ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া.....)

এতোদিন শুধু পত্রিকায় অব্যবস্থাপনার খবর পড়েছি। আজ নিজের চোখে দেখলাম অব্যবস্থাপনার চিত্র কতো ভয়াবহ।

-সিপিএ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত না বাজায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৬ জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যা

তাহলে এতোদিন লেখাপড়া করে কি লাভ হলো? আমরা কি লেখাপড়া বাদ দিয়ে প্রতিবার ফাস হওয়া প্রশ্নের পেছনে দৌড়াবো?

-পিএসসির অধীনে অনুষ্ঠিত সাবরেজিষ্ট্রার পদের প্রশ্ন ফাস হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত সাবেক শিক্ষার্থী রীতা

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

সবাই বলে, এমপি-মন্ত্রীরা নিজেদের বেতন বাড়িয়েছে, অথচ সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের দাম কমছে না। সারা জীবন দুঃখী মানুষের জন্য রাজনীতি করার কথা ভেবেছি। কিন্তু তাদের জন্য আমরা কি করতে পেরেছি?

-সিলেটের বিএনপি এমপি এবাদুর রহমান চৌধুরী

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

জেনিভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন সফলভাবে সভাপতিত্ব করেছেন। সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ডাক্তার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তারা জানেন না, আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী একজন পিএইচডি। আমরা তাকে চিকিৎসক ডক্টর হিসেবে চালিয়ে দিয়েছি।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজানুর রহমান

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

আমাদের সমমনা পত্রিকা দৈনিক দিনকাল, সংগ্রাম ও ইনকিলাবই পঞ্চম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন করছে না।

-তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম

তেরোঃ ইন্ডিয়া প্রীতি, নাকি ইন্ডিয়া ভীতি?

***১৯৯১** সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকা কালে বাণিজ্য উদার ভিত্তিক করায় ইন্ডিয়া ব্যাপক ভাবে লাভবান হয়েছে। দু দেশের বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা অবাধ বাণিজ্যের ওপর জোর দিচ্ছি .....পুশ ইন, পুশ আউট এ গুলো আলোচনায় ওঠেনি। এ সব সংবাদ তথ্য- নির্ভর নয়। ছোট ছোট কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি।*

- ইন্ডিয়া সফর শেষে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নেতা অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান।

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

চৌদ্দঃ অভিনব অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক?

বিএমডাবলিউ(BMW) -এর মতো দামি গাড়ি, এ দেশে বিক্রি হওয়ার মানে হলো ব্যবসায়ীরা ভালো ব্যবসা করছেন।

-বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

পনেরোঃ হাছা-ই (সত্যি) কননি?

চলুন, গডফাদারদের তালিকা করে নিজ নিজ দল থেকে বহিস্কার করি এবং অঙ্গীকার করি যে, আওয়ামীলীগ থেকে বহিস্কৃতদের কাউকে বিএনপি নেবে না, বিএনপি থেকে বহিস্কৃতদের কাউকে আওয়ামীলীগ নেবে না। বিএনপি মনে করে, সন্ত্রাসীরা দলের সম্পদ নয়, বোঝা।

-বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়া

সন্ত্রাসী, গডফাদার কোনো রাজনৈতিক দলেরই উপকারে আসে না। আমি অস্বীকার করবো না, আমাদের দলে কোন সন্ত্রাসী নেই। তবে সরকারি দলকে ও স্বীকার করতে হবে। একদল থেকে বহিষ্কার করা হলে অন্য দলে এরা স্থান পাবে না এই অঙ্গীকার উভয় দল কে করতে হবে।

-আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

ষোলোঃ স্থান : বাংলাদেশ। মরহুম বাদশাহ, রানীমাতা, প্রিন্স ও গোপালভাঁড় গন

আমি তো দেশনেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে মা ডেকেছি। আরো দশজনে যদি তাকে মা ডাকেন তাহলে দেশের উন্নয়ন আরো বেশি সম্ভব হবে।

-বরগুনা-৩ আসনের বিএনপি এমপি মতিয়ার রহমান তালুকদার

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৬ জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যা

শহীদ জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তারেক রহমান দেশের আপামর জনগণের সঙ্গে মিশে গেছেন। বর্তমান অবস্থায় বোঝা যায়, বিএনপি আগামী ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকবে।

-যোগাযোগ মন্ত্রী বিএনপি নেতা ব্যা, হুদা

শহীদ জিয়া এসেছিলেন আল্লাহর রহমত হিসেবে। আজ যে চার দলীয় জোট গঠিত হয়েছে তা ছিল শহীদ জিয়ার স্বপ্ন।

--যোগাযোগ মন্ত্রী বিএনপি নেতা ব্যা, হুদা

শহীদ জিয়াউর রহমান পাকিস্তান আর্মিতে ভালো বক্সার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরে রাজনৈতিক জীবনে ও তিনি অনেককে রাজনৈতিক বক্সিং মেরেছেন।

-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন চৌধুরী

সারা দেশে অস্বাভাবিক উন্নয়ন শুরু হয়েছে।

-ভূমি প্রতিমন্ত্রী বিএনপি নেতা উকিল আবদুস সাত্তার

সূত্রঃ যায়যায়দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সংখ্যা

সত্যেরোঃ বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর !

(একযোগে ঢাকা, লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের পত্রিকায় প্রকাশিত)

এখানে অনুপস্থিত আরেকজন অলৌকিক (?) সাধিকা হচ্ছেন সুফিয়া বেগম, যিনি *সাপ্তাহিক ২০০০* এর এক প্রতিবেদন মতে, নিম্নোক্ত শিরিন বেগমের স্বাশুড়ি।

শিরিন বেগমের আমন্ত্রণ
বিশ্বাসে মিলায় মুক্তি

যারা ধর্মকে পুঁজি করে অধর্মের কাজ করে ইসলামকে কলুষিত করছে তাদেরকে মহান আল্লাহ হেদায়েতের আহ্বান জানিয়ে সত্য জ্ঞাপন করছি। হতাশ হবেন না, করুণাময় আল্লাহর দান অফুরন্ত। আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র কোরআনের অসীম মহিমাগুণে ও আমার এক যুগের নিরলস আধ্যাত্মিক সাধনায় অর্জিত আমল-এলেম দ্বারা এবং আল্লাহর কুদরতী শক্তির অলৌকিক ক্ষমতাবলে যতবড় জটিল ও কঠিন সমস্যা হোক না কেন সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান দিচ্ছি ইনশাল্লাহ।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি অলৌকিক কুদর
বস্তু ও আমার তাত্ত্বিক সাধনা এ
সর্বমঙ্গল তদবীরের মাধ্যমে বাংলাদেশ
সমস্যাগ্রস্ত নারী-পুরুষসহ আমেরিক
কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরি
ইটালী, ইংল্যান্ড (লন্ডন), সিঙ্গাপু
মালয়েশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ
মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, আর
আমিরাত, কাতার, দুবাইসহ বহির্বি
অসংখ্য প্রবাসীর জটিল-কঠিন সমস্য
সমাধান সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা ক
বিশ্বস্ততার সাথে দীর্ঘদিন থেকে দি
আসছি ইনশাল্লাহ।

যারা গ্যারান্টিতে বিশ্বাসী তাদের কাছে নয় মহান সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র গ্যারান্টি। যেহেতু নিঃশ্বাসের নেই বিশ্বাস, আল্লাহর কৃপা
কুদরতই আমাদের একমাত্র আশ্বাস। পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। অবশ্যই সফল হবেন ইনশাল্লা

পীর সাঈদ সাহিব–এর সাথে

- আপনারা স্বামী/ স্ত্রী কি কোন পারিবারিক সমস্যায় ভুগতেছেন?
- আপনি কি আপনার পছন্দের কাউকে বিয়ে করতে চান?
- কোন অজানা কারণে আপনার প্রিয়জন (যেমন অংশীদার) কি আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে এবং আপনি তাকে সহসা আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে চান?
- আপনার ছেলে/ মেয়ে কি অবাধ্য কিংবা গৃহত্যাগ করেছে?
- ব্যবসা-বাণিজ্যে আপনি কি কোন সমস্যায় আছেন?
- আপনি কি কোন ইমিগ্রেশন সমস্যায় পড়েছেন?
- আপনার বা আপনার পরিবারের কোন সদস্যের বা বন্ধুর জীবন কি কোন ধরনের যাদু (ম্যাজিক) বা কালো ম্যাজিক (টোনা) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত?

এখনই সাহিব জীর সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার দুশ্চিন্তার চির অবসান ঘটান

আঠারো: হালাল পাত্র/ পাত্রীর সন্ধানে !

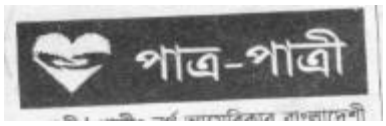

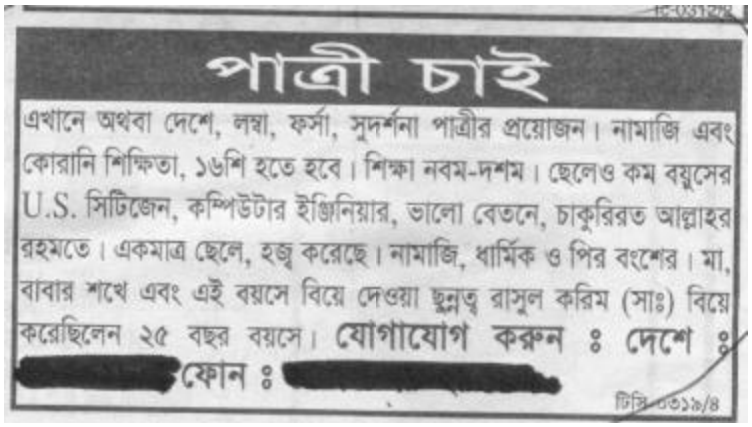

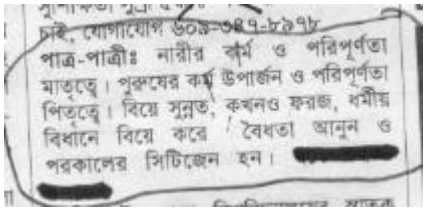

সূত্রঃ সাপ্তাহিক ঠিকানা, নিউ ইয়র্ক, ১৯শে মার্চ সংখ্যা, পৃ -৯৬

নিউ ইয়র্ক
০৩/২৬/২০০৪

বর্ণসফট ২০০০ এ মুদ্রিত www.bornosoft.com

copyrights www.mukto-mona.com 2004